Released 22-8-1958.

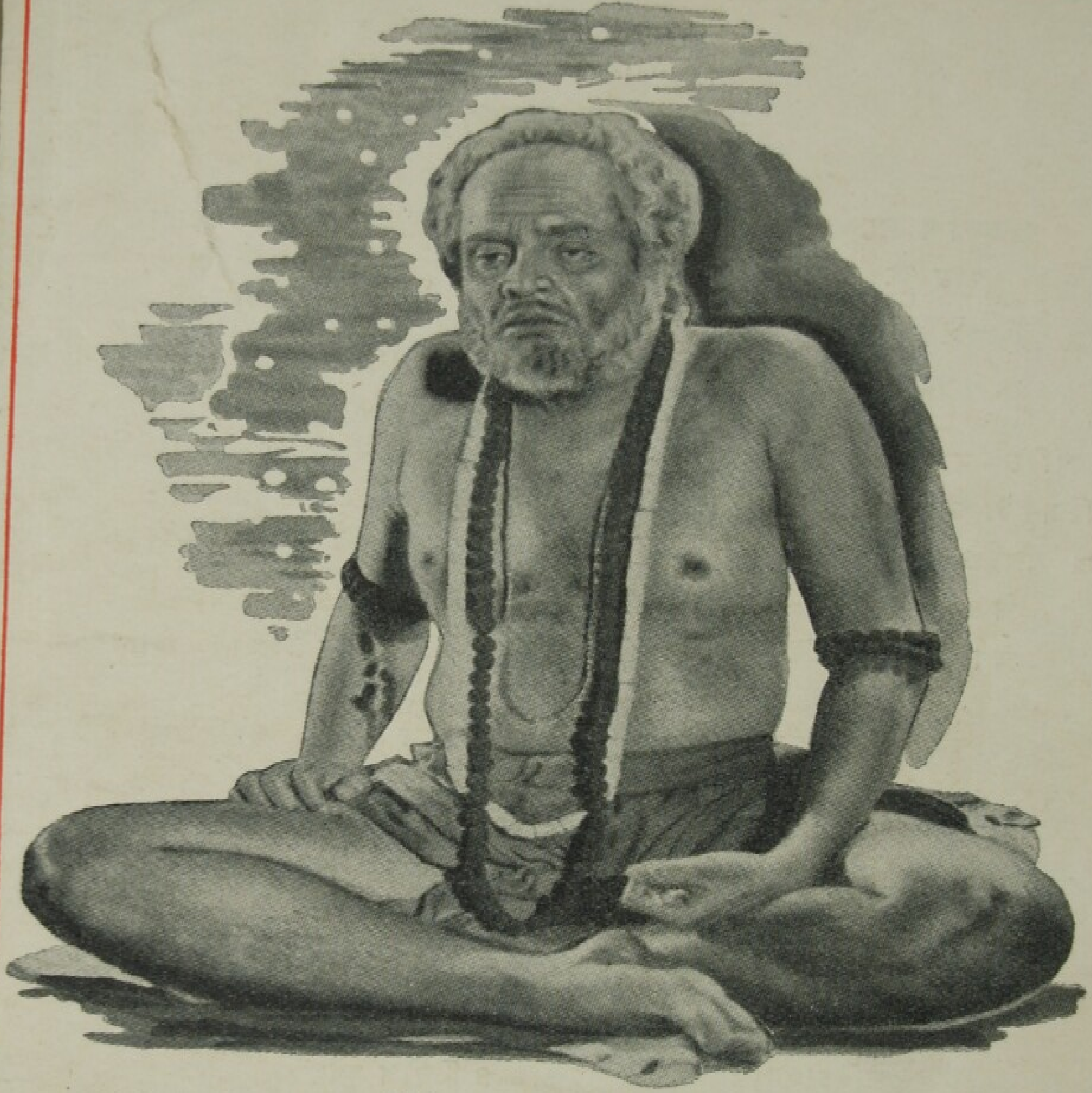

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান (প্রাইভেট) লিঃ এর নিবেদন

সাধক

বামাক্ষ্যাপা

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান (প্রাইভেট) লিঃ-এর

নিবেদন

সাধক

বামাক্ষ্যাপা

রূপায়ণে

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ★ মলিনা দেবী ★ ছবি বিশ্বাস

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ★ নিতীশ মুখার্জ্জি ★ পদ্মা দেবী

তুলসী চক্রবর্ত্তি ★ মিহির ভট্টাচার্য্য ★ মাঃ জ্যোতি

নৃপতি ★ হরিধন ★ নবেন্দু চ্যাটার্জ্জি

মেনকা, মায়া, রত্না, ইলা, কমলা, ইরা

পরিচালনা : **নারায়ণ ঘোষ** ★ সঙ্গীত পরিচালনা : **অনিল বাগচি**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ :	তত্ত্বাবধান :	সম্পাদনা :	চিত্রগ্রহণ :
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	হরি ভঞ্জ	অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়	সন্তোষ গুহরায়
গীতকার :	শব্দগ্রহণ :	শিল্প নির্দ্দেশ :	কর্ম্মসচিব :
প্রণব রায়	মণি বসু (সংলাপ) সত্যেন চট্টোঃ (সঙ্গীত)	সুনীল সরকার	রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনা :	রূপসজ্জা :	যন্ত্র সঙ্গীত :	পটশিল্প :
মুকুল চৌধুরী	মদন পাঠক	সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা	অনু বর্দ্ধন

সহকারীবৃন্দ :

চিত্রগ্রহণ :	সঙ্গীত :	সম্পাদনা :
রণজিৎ চ্যাটার্জ্জি	শৈলেশ রায়	অমিয় মুখার্জি ও দেবী চক্রবর্ত্তী
শব্দগ্রহণ :	শিল্প নির্দ্দেশ :	রূপ-সজ্জা :
রথীন ঘোষ	রবি দত্ত	গোপাল হালদার

পরিচালনা : স্বদেশ সরকার ও দিলীপ মুখার্জ্জি

প্রচার অঙ্কন : নির্ম্মল রায়

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিও-এ

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ফিল্ম সার্ভিসেস্‌-এ পরিস্ফুটিত

পরিবেশক :

কল্পনা মুভিজ (প্রাইভেট) লিঃ

কাহিনী

যুগে-যুগে ভগবানের দূতেরা আসেন মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোক থেকে। তাঁরা আসেন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে; অবহেলিতের ঘরে। সকলের অবজ্ঞায়, সকলের উপেক্ষায় সকলের অজ্ঞাতে নিভৃতে শুরু হয় তাঁদের মাতৃসাধনা। সংসারের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের মেলেনা। তাই বড় হলে লোকে তাদের পাগল বলে। কখনও ব্যঙ্গ করে; কখনও বিদ্রূপ। তারপর একদিন নিভৃতলোকে অজ্ঞাতবাসের, আত্মগোপনের কাল উত্তীর্ণ হয়। তখন আরম্ভ হয় মাতৃমন্ত্রের প্রচার। মাতৃমন্ত্রে প্রকম্পিত হয় দিক্‌দিগন্ত। বহুদূর থেকে মানুষ আসে,—আর্তমানুষ, সংসারের কুটীল আবর্তে বিপর্যস্ত অসহায়রা। পদ্মগন্ধে পাগল হয়ে যেমন আসে ভ্রমর, জ্যোতির্ময় জীবনসাধকের পায়ে এসে পড়ে তেমনই ভক্ত। দূরের মানুষ কাছে আসে যেমন,—কাছের মানুষ তেমনই দূরে ঠেলে। অতি কাছের লোক সন্দেহ করে। আশৈশব যাকে দেখছে তার মধ্যে অলৌকিকের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেও বলে অলীক, বলে ও প্রতারক। আরম্ভ হয় পরীক্ষা: যাচাই! অবোধ মানুষ তার সীমিত বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে যাচাই করতে চায় বুদ্ধির অতীতকে। হায়রে!

শুধু স্তুতি আর নিন্দা, স্তব আর উপহাস, ভক্তি আর সন্দেহের অনেক উর্দ্ধে আসীন ভগবানেরা দূতেরা কেবলই হাসেন; যেমন হেসেছেন তাঁরা বারবার মানুষের মূঢ়তায়। হাঁসের গায়ে যেমন জল লাগে না তেমনি সকল স্তুতি আর সমস্ত অপবাদ জীবনবিধাতার নিজের হাতে পরানো বর্মে আঘাত করে ফিরে যায়,—স্পর্শ করতে পারে না তাঁদের অঙ্গ। এই ভগবানের দূতেরা মর্ত্যলোকে আসেন অমর্ত্যলোক থেকে শুধু তখনই যখন আত্মঘাতী মানুষ নিজ মর্ত্যসীমা চূর্ণ করতে চায়,—সেই নিদারুন দুঃখরাতে। শুধু তখনই দেখা দেয় দেবতার অমর মহিমা। মানুষের সহস্র দুঃখের সংসারে দু'একটি সুর মধুর করে দিয়ে, দু'একটা কাঁটা করে দিয়ে দূর, তাঁরা ছুটি নেন।

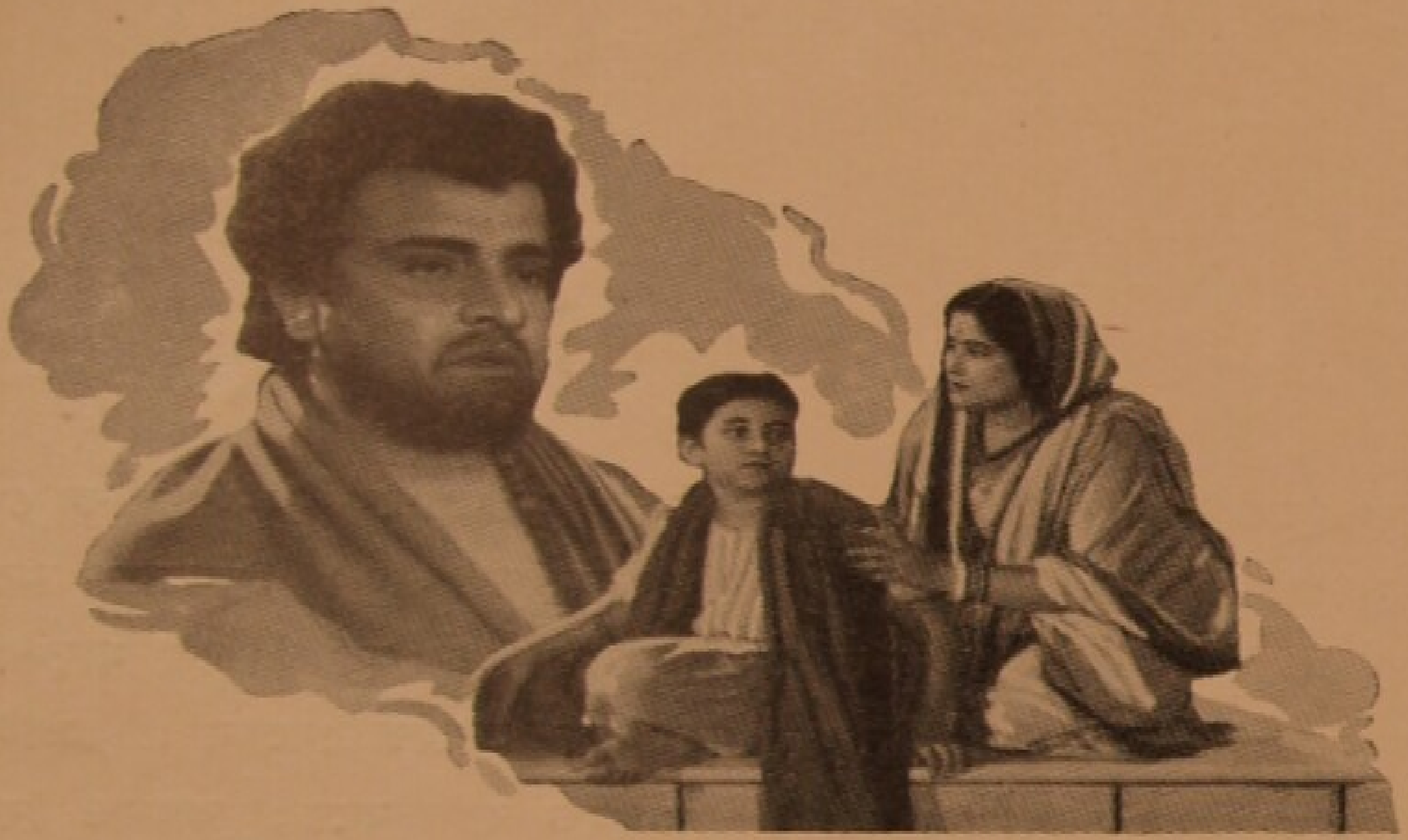

যুগসন্ধিক্ষণে আসেন এই সব মহামানবরা। দিকে দিকে ঘোষিত হয় নিনাদ,—রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যন্ত মন্দ দিকের কু-প্রভাবে ভারতবর্ষের লোক যখন স্বদেশের ধর্মকে অস্বীকার করল,—মাতৃআরাধনাকে বলল মাটির পুতুল খেলা, তখন তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করতে দক্ষিণেশ্বরে আসন পেতেছেন রামকৃষ্ণ; গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেই পূণ্যতীর্থ বারানসীর ঘাটে তখন যোগারূঢ় মুক্ত-পুরুষ ত্রৈলঙ্গ। ঠিক সেই একই সময়ে বীরভূমের তারাপীঠে আর এক সাধক তারা-মা তারা-মা ডাকে আকুল করে তুলেছেন আকাশ-বাতাস। শ্মশান-চারী শিবের মত মানুষের সমস্ত পাপ কারণবারির সঙ্গে পানোন্মত্ত নীলকণ্ঠ এই সাধককে লোকে আদর করে ডাকে বামাক্ষ্যাপা! ক্ষ্যাপাই বটে! যুগে যুগে দেশে দেশে ক্ষ্যাপাই কেবল খুঁজে বেড়ায় পরশপাথর। সেই পরশপাথর যা ছুঁলে অন্ধকার আলো হয়ে যায়, মৃত্যু হয়ে যায় অমৃত, মানুষের মধ্যে যা মেকী তা হয়ে যায় সোনা। সেই পরশপাথর নিয়ে আসেন যিনি নিজের জন্যে নয়, পরকে সোনা করে দিতে, অপরকে অজ্ঞানতার দারিদ্র্যের অতল অন্ধকার থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসান মুক্তজ্ঞানের সোনার সিংহাসনে, তিনি ক্ষ্যাপা ছাড়া আর কি!

বাইরে থেকে মনে হয় পাগল, মনে হয় বীভৎস। মনে হয় রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ, বামাক্ষ্যাপা,—এঁদের বুঝি মত আলাদা, পথ পৃথক। না। তা নয়।

এঁরা সবাই সেই একেরই দূত। এঁরা সবাই অদ্ভুত। এঁরা সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত ত্রিধারা মাত্র। পৃথিবী যতবার পূর্ণ হয়েছে আমাদের পাপে, টলমল করেছে অত্যাচারীর পদক্ষেপে, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী যতবার নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে, প্রলয়ের সূর্য্যাস্তশিখা যতবার প্রজ্জলিত হয়েছে পৃথিবীতে, মানুষের দেবতাকে ব্যঙ্গ করেছে অপদেবতা, লুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা আত্মার দৃষ্টিহারা সেই শ্মশান কুক্কুরেরা যতবার হিংস্র হানাহানিতে উন্মত্ত হয়েছে, অবিশ্বাস করেছে সুন্দর-শিব আর মঙ্গলকে ততবার কখনও ত্রৈলঙ্গ, কখনও রামকৃষ্ণ, কখনও বামাক্ষ্যাপার মুখে বিজয় ঘোষণা করেছেন তিনি। মানুষের চরম দুর্দিনে বিঘোষিত হয়েছে সেই পরম আশ্বাসের বাণী ঃ সম্ভবামি যুগে যুগে !

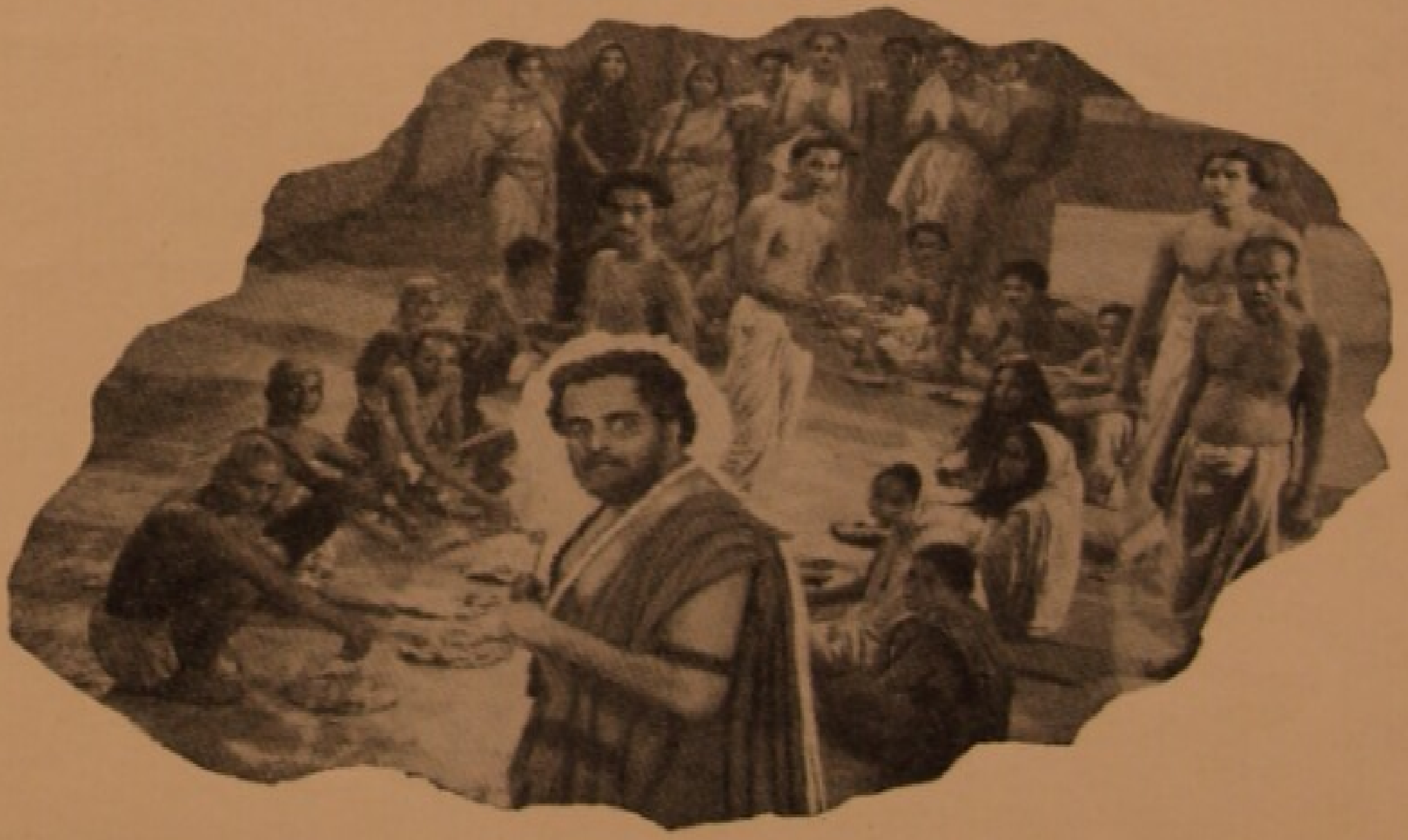

সংগীতাংশ

(১)

আমার মন ভ্রমরা বেড়ায় মেতে
কালী নামের কমল ছুঁয়ে
কালী কালী জপ করে মোর
মনের কালো যাবে ধুয়ে।
কালী আমার নামেই কালো
ত্রিজগতে বিলায় আলো
আমার ভক্তি জবা আপনি ফুটে
রাঙা পায়ে পড়ল নুয়ে।
এ সংসারে ভাবনা আমার
সঁপেছি ঐ পদে শ্যামায়
যেমন মায়ের মুখে তাকায় শিশু
আনন্দে মার কোলে শুয়ে ॥

—প্রণব রায়

(২)

মা মাগো বসেছে আনন্দ মেলা—
ওরে মন ব্যাপারী ভবের ব্যাসাত
সেরে নে না থাকতে বেলা।
অমূল্য এক রত্নখনি তোর
(তোর) রাঙা পায়ে আছে জানি মা
তাই মহাদেব দেবাদিদেব
বুকে ধরেন চরণ খানি
আমি মানিক ফেলে সাধ করে মা
কিনবে কেন মাটির ঢেলা ?
আমার কানাকড়ির নেই কো মুরোদ
তাই বলে মা দিস্‌নে ফাঁকি
যদি চোখের জলে পাষাণ গলে
পাষাণী মা গল্‌বি নাকি ?
আমি আর কিছুতেই ভুল্‌বো নাগো
যতই খেলিস্‌ মায়ার খেলা।

—প্রণব রায়

(৩)

যতন করে ডাকি তোরে
আয় আয় মন শুয়া পাখী।
কালী পাদ-পদ্ম পিঞ্জরে
পরমানন্দে থাক দেখি।

সদা শুন কুমন্ত্রণা
নিত্য নূতন বিড়ম্বনা
মায়ের নাম সুধায়ে
ভাঙ্গো ক্ষুধা
কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি ॥
পাইয়া পরম ধাম
মুখে ডাক মায়ের নাম
এস অনিত্য বাসনা ত্যজি
নিত্য সুখে হও সুখী।
এস কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে
শঙ্কা ত্যজি বসে থাকি ॥

(৪)

কি দিয়ে করিব পূজা
কি আছে আমার,
যা কিছু আছে গো আমার
সবই যে তোমার।

তোমারি হৃদয়ে মাগো
করি তোমার ধ্যান,
তোমারি রসনা লয়ে
করি তোমার নাম।

তোমারি নয়ন ভরে
দেখি আমি তোমারে,
তোমারি কণ্ঠেতে গান
গাই মা তোমার।

মিনতি ভকতি স্তুতি
সবই গো মা তুমি,
আমিত্ব আমার যাহা
সবই গো মা তুমি।
বলমা কি দিয়ে তবে
পূজিব তোমায় শিবে
তুমি গো তোমার পূজা
করমা এবার।

(৫)

কোন গুণে তুই গুণময়ীর
পূজায় পেলি ঠাঁই
ওরে রক্তজবা তোর সাধনায়
তুলনা যে নাই
তোর নাইকো মধু নাই পরিমল
তবু পেলি মার পদতল—
রাঙা পায়ে সাজ্‌বি বলে
রাঙা হলি তাই!
বাসনা মোর তোর সমতুল
হবো মায়ের প্রণামী ফুল
যেন জন্ম জন্ম মা অভয়ার
অভয় চরণ পাই!
—প্রণব রায়

(৬)

হৃদি কমলে বড় ধুম লেগেছে
মজা দেখিছে আমার মন-পাতালে!
বড় ধুম লেগেছে
করতেছে পাতালের মেলা ক্ষ্যাপাতে
ক্ষেপিতে মিলে
মহানন্দে সদানন্দে আনন্দময়ী
পড়ছে ঢলে॥

(৭)

আপনারে আপনি দেখ
যেওনা মন কারো ঘরে
যা চাবে এখানে পাবে
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি যে
অসংখ্য ধন দিতে পারে
এমন কত মণি পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ
মন উচাটন হয়োনারে!
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর
স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে,
কি দেখ কি দেখ মন
মিছে কাজ এ সংসারে,
বাজী করে চিন্‌লে না যে
(মন) তোমার ঘাটে বিরাজ করে

(৮)

মুক্ত করমা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা
ভুলেছ কি রাজমহিষী,
তারা কতদিনে কাটিবে আমার
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি?

প্রসাদ বলে কি ফল হবে
হই যদি গো কাশীবাসী?

ঐ যে বিমাতে মাথায় ধরে (মা)।
পিতা হলেন শ্মশানবাসী।

কল্পনা মুভিজ (প্রাইভেট) লিঃ-এর পক্ষে
দীপ্তেন্দু কুমার সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত
এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১।এ,
টেগোর ক্যাশেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত।